12 FEB 2017
20 6

অবহেলিত শিক্ষার্থীরা যেখানে মূল্যবান

নবকুমার ইনস্টিটিউশন ও ড. শহীদুল্লাহ্ কলেজ

■ সাজিদা ইসলাম পারুল

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রথম শহীদ মতিউর রহমান ছিলেন পুরান ঢাকার বকশীবাজারের ঐতিহ্যবাহী স্কুল নবকুমার ইনস্টিটিউশনের দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। আর '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র মোস্তফা কামাল মহিউদ্দিন, ইকবাল মোহাম্মদ ফারুক (বাবুল), মিরাজ উদ্দিন, আবদুর রউফ, কামাল উদ্দিন ও মো. আলী মঞ্জুর। মতিউরের মতো অসংখ্য ছাত্রের নেতৃত্ব, অতীত ইতিহাস আর ঐতিহ্যে নবকুমার ইনস্টিটিউশন উজ্জ্বল হয়ে আছে ৪৭-এর দেশ বিভাগ থেকে স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত। এসব শিক্ষার্থী দেশ-মাতৃকার জন্য অসামান্য ভূমিকা পালন করছেন। দেশের প্রয়োজনে আন্দোলন-সংগ্রামে মুখর এই প্রতিষ্ঠানে বছর বছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও আশির দশক থেকে শিক্ষার মান তুলনামূলকভাবে কমতে থাকে। যদিও ঐতিহ্য রক্ষায় ও পুরান ঢাকার শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে কর্তৃপক্ষ সবসময় সচেষ্ট রয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৯

বকশীবাজারের ১৬ উমেশ দত্ত রোডে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী নবকুমার ইনস্টিটিউশন। যার বর্তমান নাম 'নবকুমার ইনস্টিটিউশন ও ড. শহীদুল্লাহ্ কলেজ'। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ফটক পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই মনে পড়ে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

অবহেলিত শিক্ষার্থীরা যেখানে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

কবি আল মাহমুদের লেখা 'ঊনসত্তরের ছড়া-১'। তিনি লিখেছিলেন- ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!/ ট্রাকের মুখে আগুন দিতে/ মুতিয়ুরকে ডাক। কোথায় পাবে মুতিয়ুরকে/ ঘুমিয়ে আছে সে। তোরাই তবে সোনা মানিক/ আগুন জ্বেলে দে। পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন শহীদ মতিউরকে নিয়ে এভাবেই লিখেছিলেন কবি। স্কুলের ভেতরে দেয়ালে ঝোলানো শহীদ মতিউরের পোর্ট্রেট-মুরাল দেখে কবির উচ্চারিত দ্যোতনাই বেজে ওঠে মনে। প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঠিকরে বেরোচ্ছে যেন ম্যুরালের বড় দুটি চোখ থেকে।

শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে ১৯১৬ সালে জমিদার ও শিক্ষানুরাগী বাবু নবকুমার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নবকুমার ইনস্টিটিউশন। বর্তমানে ছয়তলা ভবনের নবকুমার ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে ১৯৭৩ সালে যুক্ত হয় 'ড. শহীদুল্লাহ্ কলেজ'। ফলে প্রতিষ্ঠানটির নাম দাঁড়ায় নবকুমার ইনস্টিটিউশন ও ড. শহীদুল্লাহ্ কলেজ। ওই সময় বৃহত্তর লালবাগ, ইসলামপুর, ওয়ারীসহ ঢাকার বিত্তবান, সম্মানিত ও বিশিষ্টজনের সন্তানদের লেখাপড়ার অন্যতম পছন্দের প্রতিষ্ঠান ছিল এই নবকুমার ইনস্টিটিউশন। বর্তমানে নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা পড়ালেখা করে এই প্রতিষ্ঠানে।

নবকুমার ইনস্টিটিউশনে ৪৪ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন আবদুল হালিম। এর আগে ১৯৬০ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৩ সালে 'লেকচারার' হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করে ২০১৬ সালের জুন মাসে অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসরে যান। আবদুল হালিম বলেন, 'শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে বর্তমানেও এগিয়ে যাচ্ছে নবকুমার ইনস্টিটিউশন। এই চলায় যুক্ত রয়েছে অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমানের প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থার সমন্বয়।' তিনি আরও বলেন, এই প্রতিষ্ঠানে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও অতি নিম্নবিত্তের সন্তানরা পড়ে। আবার নিম্ন মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দুটি সন্তানের মধ্যে ভালোটিকে নামি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দুর্বলটিকে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। যে কারণে শিক্ষকদের শত চেষ্টার পরও শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করতে পারে না। তবে চেষ্টার ত্রুটি নেই।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে স্কুলের শিশু শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪০০। কলেজে (বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য মিলিয়ে) শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০০। শিক্ষক রয়েছেন ৮৮ জন। এদের মধ্যে এমপিওভুক্ত শিক্ষক ২৩ জন। এ ছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে কর্মরত আছেন ১৮ জন।

অফিস সহকারী সুলতান উদ্দিন খান জানান, নবকুমার ইনস্টিটিউশন ও ড. শহীদুল্লাহ্ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২০১৪ সালে শতকরা ৮০ ভাগ, ২০১৫ সালে শতকরা ৪৭ দশমিক ২৮ ভাগ ও ২০১৬ সালে শতকরা ৫৪ দশমিক ৮১ ভাগ পাস শিক্ষার্থী পাস করে। আর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২০১৫ সালে ১০৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে দু'জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করায় শতভাগ পাস সম্ভব হয়নি। ২০১৬ সালে ৯৭ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ পাস করে। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ২০১৫ সালে ১৩৭ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১০ এবং ২০১৬ সালে ২১০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৮৭ জন পাস করেছে। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ২০১৫ সালে ২৩৪ জন অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১১৭ জন। ২০১৬ সালে ২৩২ শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২১১ জন।

প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আকরাম হোসেন মোল্লা সমকালকে বলেন, 'এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারের সন্তানরা পড়াশোনা করছে। আর শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করতে ও পুরান ঢাকার শিক্ষার হার বাড়াতে স্বল্প খরচে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয় এ প্রতিষ্ঠানে। এর জন্য আমরা মেধা যাচাই করি না। ভর্তি হতে আসা সব শিক্ষার্থীকে ভর্তি করে নিয়ে প্রথম থেকেই তাদের আমরা গড়ে তুলি।' তার প্রত্যাশা ধীরে ধীরে নবকুমার ইনস্টিটিউশন আবারও শিক্ষায় নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকায় যাবে।

প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. কামরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'পরিবেশ অনুযায়ী নবকুমার ইনস্টিটিউশন ও ড. শহীদুল্লাহ্ কলেজের লেখাপড়ার মান ভালো। কারণ পুরান ঢাকাবাসী আগে ব্যবসায় আগ্রহী ছিল বেশি। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের তেমন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে পুরান ঢাকার মানুষ শিক্ষা এবং বাণিজ্য উভয়েই আগ্রহী। ফলে যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো, তারা সন্তানদের নামিদামি স্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন। আর যারা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ নন, তারা এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। এমন পরিস্থিতিতে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যার পাশাপাশি লেখাপড়ার মানও তুলনামূলকভাবে ভালো।'

প্রতিষ্ঠানটির আলোয় আলোকিত যারা : মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, রাজনীতিক মশিউর রহমান যাদু মিয়া, শেখ ফজলুল হক মনি, এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) সদরুদ্দীন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. কামরুল ইসলাম, জগলুল আহমেদ চৌধুরী, হাজি সেলিমসহ আরও অনেকেই এ প্রতিষ্ঠান থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছেন।

শহীদ মতিউর গ্রন্থাগার : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়নে ২০০১ সালের ২৪ জানুয়ারি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় শহীদ মতিউর গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারিক পারভীন সুলতানা জানান, ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম। এখানে পাঠ্যবইসহ সাহিত্য ও ইতিহাসনির্ভর প্রায় ৮ লাখ টাকার গ্রন্থ আছে।

শহীদ মতিউর স্মৃতিকেন্দ্র : ১৯৯৮ সালে নবকুমার ইনস্টিটিউশনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শহীদ মতিউর স্মৃতিকেন্দ্র'। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর কোটি টাকা ব্যয়ে জাদুঘর স্থাপনসহ প্রতিষ্ঠানটিকে আধুনিকায়নের কাজ শুরু হয়। স্কুলের দক্ষিণ ভবনের নিচতলায় পশ্চিমের রুমটিতে মতিউর মিউজিয়াম।

প্রতিষ্ঠানটির জ্যেষ্ঠ শিক্ষক জাকির হোসেন বলেন, 'এসব ইতিহাস আর ঐতিহাসিক নিদর্শন ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিয়ত ডাক দিয়ে যায় দেশপ্রেম আর দেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী শিহাব, রতন, রাজুসহ অনেকে একই সুরে বলে, 'আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় কাজ করছে। শহীদ মতিউর স্মৃতিকেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে চিনতে পারি নতুন করে।'

প্রসঙ্গত, এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অনাথ বন্ধু দাসগুপ্ত, মজেদুর রহমান, আবদুল মান্নান, চৌধুরী সাহিদ হোসেন ও আবদুল হালিম।